চিরকূট ২৯

সবাইকে বিজয়ের শুভেচ্ছা। স্বাধীনতার তিন দশক পর যে কোন বাঙালীকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাদের জাতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্জন কি - উত্তর হবে একটাই, ১৯৭১ এ অর্জিত স্বাধীনতা। যার ফলে বাঙালীরা আজ নিজের ভাষায় কথা বলতে পারছে - পারছে নিজেদের সংস্কৃতির চর্চা করতে অবাধে। মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি - তা কিন্তু এখনও ধরা ছোয়ার বাইরে। ১৯৭২ সালে অতি বিপ্লবের নামে জাসদের জন্মের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের অর্জনের ভান্ডারে দস্যুতা - তারপর ৭৫ এর মুজিব হত্যা - জিয়ার সামরিক শাসন আর তার আড়ালে ধীরে ধীরে পরাজিতের অগ্রসর হবার পালা - পরে এরশাদের সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির নোংরা গলিপথে তাদের সুদৃঢ় অবস্থান। যদি কেহ মনে করেন শুধু বিশেষ দলের মধ্যই স্বাধীনতা আর মুক্তির শত্রুরা আছে - সেটা সঠিক হবে না। এরা সব দলে - সব যায়গায় আছে। এরা বর্ণচোর। রঙ বদলাতে এদের জুড়ি নেই।

আশার কথা হচ্ছে শত চেষ্টা করেও স্বাধীনতা ও মুক্তির কথা আর তার লক্ষ্য থেকে বাংলাদেশের মানুষকে অন্যদিকে সরানো যায়নি। মানুষ আজও গর্ববোধ করে আমাদের মুক্তির সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে। আজও মানুষ স্বপ্ন দেখে একটা ন্যায় ভিত্তিক বাংলাদেশের।

(২)

আজও বুঝলাম না নাস্তিকতার সাথে ইসলাম ধর্মে বিরোধীতার সম্পর্ক কতটুকু? দেখে শুনে মনে হচ্ছে নাস্তিক বা তথাকথিত মুক্তমনা হতে হলে আপনাকে বুঝে না বুঝে ইসলাম ধর্মে সমালোচনা করতেই হবে? অভিজিৎ রায় একবার বলছিলেন - ফতে মোল্লা বা কামরান মির্যা ইসলাম ধর্মে অনুসারী ছিলেন বলে তাদের লেখায় ইসলামের সমালোচনা বেশী থাকে। ভাল কথা - সে বিবেচনায় উনার লেখাতো হিন্দুদের সমালোচনা বেশী থাকার কথা। কিন্তু বিষয়টা তো দেখছি উল্টা । অনেককে দেখি কলমে কালি ভরে কাগজ সামনে নিয়ে বসে থাকেন - কখন কোথায় একটা বোমা ফুটবে আর এর সাথে ইসলাম ধর্মে একটা যোগসুত্রের একটা গোজামিল দিয়ে একটা লেখা লিখে মুক্তমনা এবং ভিন্নমতে পাঠিয়ে একটা আতেঁল মার্কা ঢেকুর তুলবেন। কিন্তু গোহাটিতে বা দিল্লীর ষ্টেশনে যখন বোমা পড়ে তখনতো কামরান মির্যা বা হাবিবুর রহমানকে দেখিনা বেদবেদান্ত দেখে একটা শ্লোক বের করে এনে এর সাথে যোগসুত্র তৈরী করতে। একটা কথা বরাররই বলছি - মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম সবই এক সুত্রে গাথা - সেটা হোক ফিলিস্থিনে বা আসামে বা ইরাকে। যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে মুক্তির সংগ্রামকে খাটো করার প্রয়াস নেয় তাদের মুখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা শুনলে মনে হয় শৃগালের গানের মতো। এরাই হচ্ছে প্রকৃত রাজাকার - যারা নিজের সুবিধামতো অংশটাকে ভালবাসে আর অন্যেটাকে ঘৃনা করেন।

(৩)

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অনেকগুলো শিক্ষার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ শিক্ষা হচ্ছে হচ্ছে যুদ্ধের বিভৎসতা। যুদ্ধটা যে কত নগ্ন আর নোংরা সেটা বাংলাদেশের মানুষ ভাল ভাবে জানে। এর তুলনা হয় শুধু মাত্র ভিয়েতনাম বা ইরাকের সাথে। আমাদের চেয়ে বড় যুদ্ধ বিরোধী আর কে হবে যদি না শুধমাত্র আমাদের স্মৃতি শক্তি আমাদের সাথে প্রতারনা করে। অবাক হয়ে দেখেছি কিছু অতি আমেরিকান ইরাক যুদ্ধের আগে গলা ছেড়ে যুদ্ধের চিৎকার করেছে - অনেককে দেখেছি টেন কমেন্ডমেন্টের মতো ইরাক বিষয়ক ভবিষ্যৎবানী পাঠকদের উদ্দেশ্য নাজিল করেছেন। যদি কেহ মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে থেকে যুদ্ধ দেখে থাকতেন তাদের পক্ষে একটা নীচে নামা সম্ভব হতো না এটা বাজী ধরে বলা যায়। সবাই যখন জানলো বুশ-চেনী-ব্লেয়ার একটা বিশাল মিথ্যার দেওয়াল দিয়ে বিশ্ববাসীকে ধোকা দেওয়া মাধ্যমে ইরাকের তাদের বানিজ্য প্রসার করতে চেয়েছে - নব্য আমেরিকান বঙ্গ সন্তানরা তখনও তাদের অবস্থানে অনঢ়। মনে হয় বুশের আত্মার সাথে তাদের সম্পর্ক - যতদিন বুশ নিজমুখে না বলবেন- কাজটা ভুল ছিল ততদিন এ বঙ্গ সন্তানরা বিবেক দিয়ে এর যুদ্ধের অনৈতিক দিকটা দেখতে পাবেন না। তারা যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেন - আসলে তা তারা বোধের থেকে বলেন না।

(৪)

যখন কেহ মুক্তিযুদ্ধকে মহান বা মহৎ বলে আসলে তারা খুব একটা ভেবে বলেন না। একটা যুদ্ধ কখনই মহান হতে পারে না – তার উদ্দেশ্য মহান হতে পারে বা ফসলটা মহান হতে পারে কিন্তু প্রক্রিয়াটা না। প্রক্রিয়াটাকে সবার ঘৃনা করা উচিৎ – বিশেষ করে যারা জীবনে একবারও এ ধরনের অমানবিক ও অসভ্য প্রক্রিয়াটাকে প্রত্যক্ষ করেছে। । দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে বিজ্ঞান নিয়ে আমরা গর্ব করি – সৃষ্টি কর্তাকে অস্বীকার করার যুক্তি যোগার করি যে বিজ্ঞানের সাহায্যে – তার বড় একটা অংশ ব্যয়িত হয় যুদ্ধ বিদ্যার পিছনে। ইরাকে যে অস্ত্র ব্যবহার করছে দুপক্ষ তার সবটাই গবেষনা এবং উৎপাদন হয়েছে তথাকথিত গনতান্ত্রিক এবং সভ্য দেশে। যতদিন পর্যন্ত বিশ্ববাসী যুদ্ধটাকে সন্মিলিত ভাবে বর্জন না করবে ততদিন পর্যন্ত কোথাও গনতন্ত্র বিস্তারে নামে – কোথাও ধর্ম বিস্তারে নামে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধের জন্যেই যুদ্ধ হবে – কারন একটা বলে নিলেই হলো। যেমনটা দেখছি আজ বিশ্বে সর্বত্র।

(৫)

প্রিয় পাঠক, বিজয় দিবস উপলক্ষে সদালাপে প্রকাশিত “৭১ এর খোয়াই” নিয়ে বিশেষ ভাবে বিব্রত অবস্থায় আছি। প্রিয় লেখক মোল্লা বাহাউদ্দিন বেশ বিরক্ত হয়েছেন। উনার কথা – “আপনি পাঠকদের নদীর পাড়ে বসিয়ে রেখে চলে গেলেন”। আসলে এ লেখার এখানেই এর শেষ নয়। পরবর্তীতে এ বিষয়টি আরো আসবে – দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। এ লেখাটার একটা ইতিহাস আছে। মরুপলাশ সম্পাদক ছড়াকার দেওয়ান আব্দুল বাসেত একটা নির্দেশ দিলেন দু’দিনের মধ্যে একটা স্মৃতিচারন লিখে পাঠান। কোন সুষ্ঠ পরিকল্পনা ছাড়াই লেখাটা শেষ করি। সুতরাং লেখাটার প্রশংসা বা নিন্দার ভাগ আশাকরি তিনি নেবেন।

(৬)

একটা বিষয় বলেই শেষ করবো। অনেকে যুক্তিটাকে মনে করেন দর্শনের সবচেয়ে নির্ভর যোগ্য ভিত্তি । যুক্তি হচ্ছে অনেকটা গরম খাবারের মতো – পুষ্টি দিকে বিবেচনা না করেই মানুষ সেটা উপভোগ করতে পারে – সে ক্ষেত্রে পুষ্টিকর হতেও পারে বা নাও হতে পারে। ।এখানে একটা যুক্তির উদাহরন দেওয়া যাক। আওয়ামী সরকারের সময়ে সব যখন বঙবন্ধুর সবই নামে নামকরন হয়ে যাচ্ছিল – তখন অনেকে বিরক্ত হয়েছেন আর অনেকে আনন্দিত হয়েছেন। এর মধ্যে বিরক্ত হওয়া একজন শফিক রেহমান। তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যে কোন বিষয়ে শেখ মুজিবকে কোন কৃতিত্ব না দেবার মানসে যুক্ত দেখালেন – ১৯৭১ সালে তিনি পাকিস্থানের জেলে ছিলেন, তিনি মুক্তিযুদ্ধ দেখেন নাই, সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের তার কোন অবদান নেই। সত্যিইতো, তিনি তোন ময়দানে বন্দুক দিয়ে যুদ্ধ করেন নি। চমৎকার যুক্তি । কাজও হয়েছে। পরের নির্বাচনে শফিক রেহমানরা বিপুল ভাবে জিতেছে। আরেকটা ঘটনা বলি। আমাদের এক বন্ধু ছাত্র ফোরাম নামে এক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল – নাস্তিকতা আর অতিবামের চর্চা করা ছিল সে সংগঠনের মুল লক্ষ্য ছিল। একদিন গভীর এক আলোচনার ভঙগীতে সে বললো – “আমি নিউটনের চেয়ে বেশী জ্ঞানী কারন নিউটন আইস্টাইনের তত্ত্ব পড়েনি। সুতরাং আমাকে নিউটনের চেয়ে বেশী সন্মআন জানানো উচিৎ এমনি যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করে তাদের সবার নিউটনের চেয়ে বেশী সন্মান প্রাপ্য।” কি চমৎকার যুক্তি! অভিজিৎ রায়ও মনে হয় সে ধরনের যুক্তির বেড়াজালে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছেন। দেখুন না পৃথিবীতে পর্যটন শিল্প বিস্তারে জন্যে সবাই কি না করছে – কেহ তাদের দেশে রেড লাইট স্ট্রীট খুলছে – কেহ ঘরের মেয়েদের রাস্তার পন্য হিসাবে ঢেলে দিচ্ছে আর ১৪০০ বৎসর আগে একজন অশিক্ষিত মানুষ হজ্ব নামে এক ব্যবস্থার কথা মানুষকে জানালেন আর পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ শতবর্ষ ধরে একটা কঠিন মরু এলাকায় আপনাদের ভাষায় ভ্রমনে যায়। যদি তাকে ধর্ম প্রচারক হিসাবে সন্মান না দেখান – একবার চিন্তা করে দেখুন সে কত বড় পর্যটন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এ জন্যেও তাকে পর্যটন শিল্পের সবচেয়ে সফল মানুষ হিসাবে স্মরন করা যেতে পারে, কি বলেন বলে মি. রায়? এটা হচ্ছে বিশ্বাসী না হয়েও একজন বড় মানুষকে সন্মানের চোখে দেখার উদাহরন এবং একটা যুক্তি। সুতরাং সব সময় যদি কেহ ইসলামের নেতিবাচক দিকটা দেখেন তখন তার জন্যে ভীষন করুনা হয়। কারন একজন মানুষ ধর্মে মুল বিষয়টা না বুঝে যুক্তি তর্ক দিয়ে তাকে মিথ্যা প্রমানের চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে একটা গল্প না বলে পাড়ছি না। এক দুপুরে ক্যাফেটেরিয়াতে লাঞ্চে গিন্নীর সখের কাঠাঁল বিচি দিয়ে রান্না করা মুরগীর মাংসের একটা উপাদেয় উপাদান দিয়ে ভাত খাচ্ছি আর সাথে একই টেবিলে বসে খাচ্ছে সহকর্মীরা- একজন আইরিশ, একজন লেবানিজ, একজন ইটালিয়ান আর একজন নিকারাগুয়ান বংশদ্ভোত। একজন জানতে চাইল এটা কি? বললাম কাঠাঁল বিঁচি। এরপর আমার অবস্থা খারাপ। এদের বুঝানোএ

চেষ্টা করলাম কাঠাঁল একটা ফল আর এটা বাংলাদেশের জাতীয় ফল। এরা তো কাঠাঁল কি বুঝলই না বরঞ্চ আলোচনা করতে লাগলো এটা আমদানী বৈধ কিনা, কারন কানাডা কৃষিজাত পন্য আমদানীর বিষয়ে খুবই রক্ষনশীল। আলোচনা চলে গেল সরকারী গাফিলতি এবং অন্যান্য বিষয়ে। মধ্যের থেকে আমার এত উপাদেয় খাবারটা খেতে হলো বিরক্তির সাথে। একটা বিষয় তো সত্য - যারা কখনও কাঠাঁল খায়নি তাদের কাঠাঁল আর কাঠাঁলের বিচির আলোচনা শেষ পয়ন্ত ইমিগ্রেশন আইনে গড়ায় তেমনি অভিজিৎ রায়ের ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা গুলো মুল বিষয়ের বাইরেই থেকে যায়। তিনি একটা বিষয় বুঝতে ব্যর্থ, যুক্তি আর বিশ্বাস এক নিক্তিতে মাপা যায় না। মা যেমন সন্তানের জন্যে টান বোধ করেন কোন কঠিন প্রমানিত যুক্তির শিক্ষা না নিয়েই তেমনি পৃথিবীর মানুষ তাদের নিজস্ব বিশ্বাসকে আকড়ে ধরে তাদের তাদের মনের গভীর অনুভূতির তাগিদে। সে জন্যে বিশ্বাস বিরোধী যুক্তি সমাজের কোন উপকারতো করেই না বরঞ্চ কিছু মানুষের কষ্ট তৈরী করে। সে জন্যে অভিজিৎ রায়ের ইসলাম বিরোধী চ্যালেঞ্জের জবার দেবার প্রয়োজন নেই বলেই আমার মনে হয়। তবে অভিজিৎ রায়ের সাথে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হতে পারে। তিনি ইসলাম বিরোধী লেখা লেখেন ইসলামের সঠিক মর্ম উপলব্ধি না করেই - যেমন কাঠাঁল না দেখেই কাঠাঁল বিষয়ক আলোচনার মতো। আপনি একবার কাঠাঁল খেয়ে তারপর লিখুন। পরিষ্কার ভাবে বলি - আপনি একটা রমজানের একমাস ইসলামের সবগুলো অনুশাসন ও নির্দেশ পালন করুন (আপনার তো সবই জানা কি কি করতে হবে) - রমজান মাসই ভাল হবে কারন রোজা এবং নামাজ সবই এর মধ্যে থাকবে এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে মুসলমানদের দেখুন এবং সমালোচকের দৃষ্টিকোন থেকে না পড়ে একজন সাধারন পাঠক হিসাবে কোরান পড়ুন। মাস শেষে আবার ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করুন। সম্পূর্ন সৎ ভাবে একমাস ইসলামী জীবন যাপনের পর আপনার দৃষ্টিভঙগীর যদি সামান্য পরিবর্তন না হয় - আমি কথা দিচ্ছি আমি ইবনে ওয়াক্কার আর আলি সিনার মতো প্রকাশ্য ঘোষনা দিয়ে ইসলাম ছেড়ে দেব। একটা কথা বিশ্বাস করুন - ধর্ম পালন অনেক কঠিন কাজ। বিয়ারের গ্লাস নিয়ে বড় বড় বুলি কপচানো আর ধর্ম পালন এক নয় এটা বুঝতে হবে- আর সেটা যে ধর্মই হোক। যদি রাজী থাকেন তবে জানাবেন।

(৭)

সবশেষে পাঠকদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি - আগামী দু'মাস সম্পাদকের ছুটি। সম্পাদক বাংলাদেশে যাবে। সুতরাং এ মাসের পচিঁশ তারিখ থেকে সদালাপ আপডেট করা সম্ভব হবে না। এ জন্যে দুঃখিত। আর যদি কেহ আগ্রহী হয়ে এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে চান - দয়া করে জানাবে। লেখকদেরও তার সাথে ছুটি - দয়া করে ফেব্রুয়ারীর শেষে লেখা পাঠালে খুশী হবো।

বড় দিন আর নববর্ষে শুভেচ্ছা ।

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
টরন্টো
২১ শে ডিসেম্বর ২০০৪